**حكم الاحتفال بعيد ميلاد النبي ﷺ**

**(باللغة البنغالية)**

# নবীদিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে শরয়ী বিধান

মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্দশাতেই। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)*

ইসলামে পালনীয় ঈদ হল মাত্র দুটি; ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। তাছাড়া অধিকাংশ 'ঈদে-মীলাদুন-নবী'র অনুষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তা গর্হিত, বিদআত, এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ, এর অন্যথা নয়। পক্ষান্তরে এই ঈদে মীলাদ রসূল ﷺ,তাঁর সাহাবাবৃন্দ, তাবেয়ীবর্গ, চার ইমামগণ এবং শ্রেষ্ঠতম (প্রারম্ভিক) শতাব্দীগুলির অন্য কেউই পালন করে যাননি। আর এর সপক্ষে কোন শরয়ী প্রমাণ ও নেই।

১ - মীলাদ-উদ্যোক্তারা অধিকাংশ শির্কে আপতিত হয়ে থাকে। যেহেতু এতে তারা শির্কী না'ত ও গজল আবৃত্তি করে থাকে। যেমন,

'হে আল্লাহর রসূল! মদদ ও সাহায্য
হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপরেই আমার ভরসা।
হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সঙ্কট দূর করুন,
সঙ্কট তো আপনাকে দেখলেই সরে পড়ে!!'

একথা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শুনতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তা শির্কে আকবর বলে অভিহিত করতেন। যেহেতু সাহায্য, মদদ ও সঙ্কটমুক্ত করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং ভরসাস্থলও একমাত্র তিনিই। আল্লাহ তাআলা বলেন, "অথবা কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেয় যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে? এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে ? আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্য আছে কি?" *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

আল্লাহ তাঁর রসূলকে আদেশ করেন যে, "বল, 'আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই?' *(সূরা জিন২১ আয়াত)*

আর নবী ﷺ বলেন,"যখন (কিছু) চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী)*

২- অধিকাংশ মীলাদে রসূল ﷺ এর প্রশংসায় সীমালংঘন, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থাকে; অথচ নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না, যেমন খ্রীষ্টানরা মারয়্যাম পুত্র (ঈসার) করেছে। যেহেতু আমি তো একজন দাস মাত্র, অতএব তোমরা আমাকে 'আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল'ই বলো।" *(বুখারী)*

৩ - উরস, মীলাদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ তাঁর নূর (জ্যোতি) হতে মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর (মুহাম্মদের) নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পরন্তু কুরআন তাদের এই কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেন, "বল, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

আবার একথা সর্বজনবিদিত যে, রসূল ﷺ অন্যান্য মানুষের মতই পিতা-মাতার ঔরস হতেই সৃষ্টি। কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর তরফ হতে ওহী দ্বারা মনোনীত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহামানুষ।

তদনুরূপ মীলাদে বলা হয় যে, 'আল্লাহ মুহাম্মাদের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। (এ বিষয়ে হাদীসগুলো জাল ও গড়া।) অথচ কুরআন এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

৪ - খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টের জন্মোৎসব (মীলাদ) এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন (বার্থডে') পালন করে থাকে। মুসলিমরা এই বিদআত ওদের নিকট হতেই গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এরাও ওদের মত নবীদিবস (ঈদে মীলাদুন নবী) এবং পরিবারের সভ্যদের (বিশেষ করে শিশুদের) 'হ্যাপি বার্থ ডে'র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে থাকে। অথচ তাদের রসূল তাদেরকে সাবধান করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই একজন।" *(আবুদাউদ)*

৫ - এই নবীদিবস উপলক্ষে কৃত অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগই নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর অবাধ মিলামিশা ঘটে থাকে; অথচ এ কাজকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে।

৬ - নবীদিবস উদ্‌যাপনের সাজ-সরঞ্জাম যেমন; রঙিন কাগজ, মোমবাতি প্রভৃতি আড়ম্বরে (সারা বিশ্বে) যে অর্থ খরচ করা হয়, তা কয়েক মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছে থাকে। অথচ পরে ঐ সব সাজ-সরঞ্জাম অনর্থক পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। এতে লাভবান হয় তো শুধু কাফেররা; যারা তাদের দেশ হতে আমদানীকৃত ঐ সাজ-সরঞ্জামের মূল্য কুক্ষিগত করে। পক্ষান্তরে রসূল ﷺ অর্থ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

৭ - এই উপলক্ষে মঞ্চাদি বানাতে ও সাজাতে লোকেরা যা সময় নষ্ট করে তাতে অনেকে নামাযও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৮ - অভ্যাসগত ভাবে মীলাদের শেষে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে যায় (কিয়াম করে)। কেননা, তাদের অনেকের বিশ্বাস যে, রসূল ﷺ মীলাদ অনুষ্ঠানে (এর শেষে?) উপস্থিত হন। অথচ এমন বিশ্বাস স্পষ্ট অলীক। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, ওদের (পরলোকগত

ব্যক্তিদের)সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বারযাখ (ইহকাল ও পরকালের মাঝে এক যবনিকা) থাকবে। *(সূরা মু'মিন ১০০ আয়াত)* অর্থাৎ, তাঁরা বিরাজমান হতে পারবেন না।

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।" *(সহীহ, আহমদ ও তিরমিযী)*

৯ - ওদের অনেকে বলে থাকে, 'আমরা মীলাদে রসূল ﷺ এর জীবনচরিত আলোচনা করি।' কিন্তু বাস্তবে ওরা এমন সব কিছু করে ও বলে, যা তাঁর বাণী ও চরিতের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট করে উক্ত দিনে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করাও বিদআত। আর নবীর প্রেমিক তো সেই ব্যক্তিই যে বৎসরান্তে একবার নয় বরং প্রত্যহ তাঁর জীবন-চরিত আলোচনা ও পাঠ করে।

পরন্তু রবিউল আওয়াল; যে মাসে (এবং অনেকের মতে, যে দিনে) তাঁর জন্ম ঠিক সেই মাসেই (ও সেই দিনেই) তাঁর মৃত্যু। সুতরাং তাতে শোক-পালনের চেয়ে আনন্দ প্রকাশ নিশ্চয় উত্তম নয়। পক্ষান্তরে শোকপালনও কোন বিধেয় কর্ম নয়।

১০ - অধিকাংশ মীলাদভক্তরা ঐ তারীখে অর্ধরাত্রি (বরং তারও অধিক) পর্যন্ত জাগরণ করে থাকে ফলে কমপক্ষে ফজরের নামায জামাআতে না পড়ে নষ্টই করে ফেলে অথবা তাদের নামাযই ছুটে যায়।

১১ - ঈদে মীলাদ বহু সংখ্যক লোক উদ্‌যাপন করে থাকলেও (সত্য নিরূপণে) সংখ্যাধিক্য বিবেচ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে।" *(সূরা আনআম / ১১৬ আয়াত)*

হুযাইফা বলেন, 'প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, যদিও সকল লোকেই তা সৎকর্ম বলে ধারণা (বা আমল) করে থাকে।'

১৩ - শাম (সিরিয়া)তে সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন শাহ মুযাফ্‌ফর ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন। 'তারা ছিল কাফের, ফাসেক ও পাপাচারী।'

সুতরাং নিঃসন্দেহে তা যে বিদআত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, 'নবীদিবস'-এর মাধ্যমে নবীর মহব্বত প্রকাশ করা হয়। তাহলে তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসার ধরন জেনে নেওয়া উচিত।

১ - আল্লাহ তাআলা বলেন, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

২ - প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি। *(বুখারী)*

৩ - উক্ত আয়াত বিবৃত করে যে, রসূল ﷺ এর আনীত বিষয়ের অনুসরণ করে এবং তিনি মানুষের জন্য যা বর্ণনা করে গেছেন সেই সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখিত তাঁর আদেশের আনুগত্য করে ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করেই আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা লাভ হয়। অন্যথা তাঁর পথ-নির্দেশের অনুগামী না হয়ে এবং তাঁর আদেশ ও আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে কেবল টানা-টানা ও ভঙ্গিমাপূর্ণ কথায় (বুলিতে) তাঁর মহব্বত লাভ হয় না।

৪ -আর উক্ত সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যে,মুসলিমের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রসূল ﷺ কে এমন ভালোবেসেছে যা তার পিতা সন্তান ও সমস্ত মানুষ, এমনকি নিজেকে যেমন ভালোবাসে তার চেয়েও অধিক গাঢ় ও দৃঢ় হয়; যেমন অন্য এক হাদীসে এর নির্দেশ এসেছে। আর ভালোবাসার প্রভাব তখনই অভিব্যক্ত হয়, যখন রসূল ﷺ এর আদেশ ও নিষেধ এবং মনের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও তার পরিবেশের সমস্ত মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পরস্পর-বিরোধী ও ভিন্নমুখী হয়। সুতরাং সে যদি সত্য ও প্রকৃত রসূল-প্রেমিক হয় তবে তাঁর আদেশ-পালনকে প্রাধান্য দেয় এবং তার নিজ মন, স্ত্রী-পরিজন, খেয়ালখুশী ও সকল মানুষের বিরোধিতা করে। আর যদি সে কপট ও ভন্ড প্রেমিক হয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করে এবং তার শয়তান ও মন-প্রবৃত্তির বাধ্য ও অনুগত দাস হয়।

৫ - যদি আপনি কোন মুসলিমকে প্রশ্ন করেন যে, 'তুমি কি তোমার রসূলকে ভালোবাস? তখন চট্ করে হয়তো সে আপনাকে বলবে, 'অবশ্যই। আমার জান ও মাল তাঁর জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হোক।' অতঃপর যদি তাকে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে তুমি তোমার দাড়ি চাঁছ কেন? আর অমুক অমুক বিষয়ে তুমি তাঁর বাহ্যিক বেশভূষা, চরিত্র, তওহীদ প্রভৃতিতে তাঁর অনুকরণ কর না কেন?' তখন সে এই বলে আপনাকে উত্তর দেবে, 'ভালোবাসা অন্তরে হয়। আমার অন্তর ভালো। আলহামদু লিল্লাহ!!'

কিন্তু আমরা তাকে বলব, 'তোমার অন্তর যদি ভালো হত তাহলে তার প্রভাব ও প্রতিকৃতি তোমার দেহে পরিস্ফুট হত। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে এবং তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তাহল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহ সকল মুসলিমকে সঠিক পথে চলার তওফীক দিন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

**مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المجمعة**